CBCS – CC-2 Sem-2 1st yr (2016) ।

অনুমান :- জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যের উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অনুমান প্রমান বলা হয়।

উদা :- দূরে কোন পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে অনুমান করা যায় যে সেখানে কোন আগুন জ্বলছে কারন আমরা জানি যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি আছে। তাই দূরে পর্বতে ধূম আছে বলে জানছি ঐখানে বহ্নি আছে।

চার্বাক জড়বাদ :-

চার্বাকরা অধ্যাত্মবাদের তীব্র বিরোধী। চার্বাকরা ঈশ্বর মানেন না। দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। পরলোক, পুনর্জন্ম মানেন না। কর্মবাদেও বিশ্বাস করেন না। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান। আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে যা পাই তা হল - ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। এই চারটি ভূত বা জড় উপাদান। অন্যান্য দর্শনে ব্যোমকে স্বীকার করলেও চার্বাকরা ব্যোমকে স্বীকার করে না, কারন ব্যোম বা আকাশ প্রত্যক্ষগোচর নয়। চার্বাকদের অভিমত হল - প্রত্যক্ষযোগ্য স্থূল জড় অণুদ্বারা ভূত চতুষ্টয়ের ~~প্রত্যক্ষগোচর~~ স্থূল অণুদ্বারা জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ - এই চারটি মহাভূতের মূল পরমানু নিত্য ও অবিনশ্বর, এদের রূপান্তর আছে কিন্তু বিনাশ নেই।

আমরা সাধারনত মনে করি, জড় উপাদান সমূহ নিজে নিজে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কোনকিছুর সৃষ্টি করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন কোন চেতন কর্তার নিয়ন্ত্রন, কিন্তু চার্বাকরা এই মত মানেন না। চার্বাক মতে স্বভাব নিয়মই জগৎ বৈচিত্র্যের একমাত্র নিয়ামক। বস্তুর স্বভাব থেকেই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি। বস্তুর স্বভাবভিন্ন অন্যকোন কার্যকারন নিয়ম নেই। এখন প্রশ্ন হল বস্তুর স্বভাব নিয়ম বলতে কী বোঝায়? পদার্থসমূহে প্রতিনিয়ত যে শক্তির প্রকাশ তাকেই চার্বাকগন স্বভাব বলেছেন। ভূতচতুষ্টয়ের অন্তর্নিহিত এই শক্তির নিয়মই হল স্বভাব নিয়ম। এই স্বভাব নিয়মেই চতুর্ভূত স্থূল পরমানু থেকে বৈচিত্র্যময় জগতের তথা চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। চার্বাক মতে বস্তুস্বভাবই তার ~~শক্তি~~ গতিপ্রকৃতির কারন। যেমন - অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, জলের স্বভাব শীতলতা। জগতের বৈচিত্র্য বস্তুস্বভাবের বৈচিত্র্য থেকে সম্ভব হয়। তার জন্য ঈশ্বর বা অদৃষ্টকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই।

চার্বাক স্বভাববাদের দুটি মতবাদ আছে - নরমপন্থী ও চরমপন্থী মতবাদ। চরমপন্থী মতবাদকে যদৃচ্ছাবাদ বলা হয়। নরমপন্থী স্বভাববাদী কার্য ও কারনের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকৃত না হলেও স্বভাবের কারনতা স্বীকার করা হয়। চরমপন্থী স্বভাববাদে অর্থাৎ যদৃচ্ছাবাদে স্বভাবের কারনতা ও অস্বীকার করা হয়। যদৃচ্ছাবাদ অনুসারে জগতের বৈচিত্র্য, সৃষ্টি, আকস্মিক, অহেতু, উদ্দেশ্যহীন - চতুর্ভূত লক্ষ্যহীনভাবে, যদৃচ্ছভাবে, সম্পূর্ন আকস্মিক ভাবে পারস্পর মিলিত হয়ে জগতের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।